প্রথম আলো

DEC. – ৫ 2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

৪৩

# বোর্ডের বই ছাপার হালহকিকত

নিজস্ব প্রতিবেদক

আসন্ন শিক্ষাবর্ষের (২০০১) বোর্ডের বই ছাপানোর কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রাথমিক স্তরের বই সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পৌঁছানোর জন্য ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে এ সময় ছিল ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।

মাধ্যমিক স্তরের বই সেলাই বাঁধাই ছাড়া শুধু ছাপানোর কাজ ২৯ শতাংশ হয়েছে। দরকারি প্রায় ৬ হাজার টন কাগজের মধ্যে ২ হাজার টন সংগ্রহ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

● পড়ুন সম্পাদকীয় : পৃষ্ঠা-৬

# বই ছাপায় হালহকিকত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। এবার সমুদয় বই ছাপানোর দায়িত্ব পেয়েছে এককভাবে বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠান।

গত ২৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পক্ষ থেকে সোমবার দেওয়া জবাবে ওই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত ২৭ নভেম্বর প্রথম আলোয় '৮ কোটি বই জমা দেওয়ার সময় আছে চার

বেক্সিমকোর পক্ষ থেকে কাগজ দেওয়া হয়েছে ২১ হাজার ৬১৪ রিম। এর মধ্যে ১২ হাজার ১০০ রিম কাগজ দিয়ে বইয়ের ফর্মা ছাপা হয়েছে এবং কিছু কিছু বাঁধাইয়ের কাজ চলছে।

বোর্ডের পক্ষ থেকে সরাসরি দেওয়া ১০৫টি প্রেসে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপানোর কাজের ৫০ শতাংশ শেষ হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হলেও এই ১০৫টি প্রতিষ্ঠানকে কত বই ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

মাধ্যমিক স্তরের ২ কোটি ৫১ লাখ বই ছাপানোর দায়িত্ব এককভাবে পেয়েছে বেক্সিমকোর অপর প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা'। এজন্য দরকারি ৫ হাজার ৫০০ টন কাগজের মধ্যে জোগাড় করেছে মাত্র ২ হাজার টন। বাকি কাগজ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কোনো মন্তব্য করেনি। মোট কাজের ৭০ শতাংশ সম্পন্ন না হওয়ায় বোর্ড থেকে দেয় সিকিউরিটি পেপার সরবরাহ করা হয়নি। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বই বাজারজাত করার চেষ্টা রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।